পবিত্র শাবান মাসের ফজিলত ও আমল

فضيلت و اعمال ماه شعبان المعظم

অনুবাদকঃ মুহম্মদ রিজওয়ানুস্ সালাম খান

ব্যবস্থাপনায়ঃ
নূরুল ইস্‌লাম একাডেমী, চণ্ডীপুর (পঃ বঃ)

প্রকাশনায়ঃ
মাজমা-এ-যাখায়েরে ইস্‌লামী, কুম, ইরান

পবিত্র শাবান মাসের

ফজিলত ও আমল

فضيلت واعمال ماه شعبان المعظم

অনুবাদকঃ মুহম্মদ রিজওয়ানুস্ সালাম খান

ব্যবস্থাপনায়ঃ

নূরুল ইস্‌লাম একাডেমী, চণ্ডীপুর, (পঃ বঃ)

প্রকাশনায়ঃ

মাজমা-এ-যাখায়ের-এ-ইস্‌লামী, কুম, ইরান

.....

শুরু করি আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু।

"শাবান মাস আমার মাস ॥"

বিশ্ব নবী (স.)॥

পবিত্র শাবান মাসের ফজিলত ও আমল

অনুবাদঃ মুহম্মদ রিজওয়ানুস্ সালাম খান (কুম, ইরান)
সম্পাদনাঃ জনাব মাওলানা আবুল কাসেম সাহেব (কুম, ইরান)
ব্যবস্থাপনায়ঃ নূরুল ইস্‌লাম একাডেমী, চণ্ডীপুর, (পঃ বঃ), ভারত
কম্পোজঃ আঞ্জুমান-এ-তাবেঈন-এ-আহলেবায়েত (আ.),চণ্ডীপুর,
প্রকাশকালঃ মহর্রম ১৪৩০, মাঘঃ ১৪১৫, জানুয়ারীঃ ২০০৯

প্রকাশনায়ঃ মাজমা-এ-যাখায়ের-এ-ইস্‌লামী, বাড়ি নং ১, গলি নং ২৩, আযার স্ট্রীট, কুম, ইস্‌লামী প্রজাতন্ত্র ইরান, দুরাভাষঃ ০০৯৮ - ২৫১- ৭৭১৩৭৪০ ফ্যাক্সঃ ০০৯১- ২৫১- ৭৭০১১১৯. Website:zakhair.net/E_mail: info@Zakhair.net.

হাদীয়াঃ দশ টাকা মাত্র।
সংখ্যাঃ ১২০০। মুদ্রণঃ কাওসার।
আই, এস, বি, এন: ৯৭৮-৯৮৮-০৭৮-৫
গ্রন্থস্বত্ব প্রকাশকের জন্য সংরক্ষিত

Title: **SHABAN MASHER FAJILAT O A'AMAL**
Translated By: M. Rizwanus Salam Khan. Edited By: M. Abul Qasim. Supervisor: Noorul Islam Academi, Chandipur, 24 Pgs (S), (W.B) India. Pulished By: Majma-E-Jakhair Islami,Qom, Iran. Pulished On: January 2009 A.D, Moharram 1430 A.H, Magh 1415 Bn. Dey 1387 Farsi. Composed By:Anjuman-E-Tabeyeen-E-Ahlebaet (A.S), Chandipur W.B Edition: First. Copies: 1200. ISBN: 978-964-988-078-5

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

اوّلكم ورودا في الحوض اوّلكم اسلاماً علىّ بنِ ابي طالبٍ

হজরত মহানবী (স.) এরশাদ করেছেনঃ

তোমাদের মধ্যে সবার আগে হাউজে কাওসারে প্রবেশ করবে সেই ব্যক্তি যে সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে, আর সে হল হজরত আলী ইবনে আবী তালিব (আ.)।[১]

[১] , আল মুস্তাদরাক- আল হাকেমঃ ৩ঃ ১৩৬। আল-ইস্তিয়াব : ৩ঃ ২৭, ২৮। উস্‌দুল গাবাহ : ৪ঃ ১৮। তারিখে বাগদাদঃ ২ঃ ৮১।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

হজরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সুস্থতা কামনার দোওয়া

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَّآلِ مُحَمَّدٍ وَّعَجِّل فَرَجَهُم
اَللَّهُمَّ كُن لِوَ لِيِّكَ الحُجَّةِ ابنِ الحَسَن صَلَوَاتُك عَلَيه
وَ عَلى آبَائه فِي هَذه السَّاعَة وَفِي كُلّ سَاعَة وَلِيًّاوَّ
حَافِظًاوَّ قَائِداً وَّ نَاصِراً وَّ دَلِيلاً وَّ عَينًاحَتّى تُسْكِنَهُ
اَرْضَكَ طَوعاً وَ تُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلاً.

"হে খোদা! তুমি স্বীয় প্রতিনিধি "হুজ্জত ইবনুল হাসান" এবং তার পবিত্র পূর্ব পরুষগণের প্রতি অগণিত রহমত বর্ষণ করো এবং এই মুহূর্ত হতে সর্বদা তুমি তাঁর সংরক্ষক, পৃষ্ঠপোষক, সহায়ক, রক্ষক, তথা পথ-প্রদর্শক থেকো এবং তোমার জগৎকে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত অবশিষ্ট রেখো যাতে তোমার প্রতিনিধি তোমার নেয়ামত সমূহ হতে পূর্ণরূপে লাভবান হতে পারেন।"

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

শাবান মাসের ফজিলত ও মর্যাদা

শাবান মাস খুবই ফজিলত ও কল্যাণের মাস নবী করিম (স.) বলেছেনঃ "শাবান মাস আমার মাস।"

হজরত ইমাম মুহম্মদ বাকের (আ.) বলেছেনঃ "রাত সমূহের মধ্যে ক্বদরের রাতের পর ১৫ই শাবানের রাত হলো সর্বোত্তম রাত।"

এই মাসে এমন এক শিশু জন্ম নিয়েছেন যাঁর দ্বারা আল্লাহ্ তাবারক ও তায়া'লা সমস্ত অত্যাচারিতদের সাহায্য করবেন এবং তার মাধ্যমে জমিনকে ইনসাফ ও

ন্যায় বিচার পরিপূর্ণ করবেন এবং অন্যায় ও অত্যাচারকে নিঃশেষ করবেন।

শাবান মাস রমজান মাসে প্রবেশ করার ভূমিকা, আল্লাহর আতিথ্যে প্রবেশ করার পূর্বে মু'মিনদের এই মাস থেকে প্রস্তুতি নেওয়া কর্তব্য।

অতএব আমাদের উচিৎ আল্লাহর সাহায্য কামনার মাধ্যমে ঐক্যান্তিকতার সাথে তাঁর নৈকট্য অর্জন করার জন্য পরিপূর্ণ চেষ্টা করা।

শাবান মাসের আমল

১. রোজাঃ

রেওয়ায়েতে বর্ণনা হয়েছে আল্লাহর নবী (স.) এই মাসে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রোজা রাখতেন এবং রমজানের রোজার সাথে নিজের রোজাকে মিলিয়ে দিতেন।

হজরত নবী করিম (স.) বলেছেনঃ শাবান মাস আমার মাস যে এই মাসে একটি রোজা রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

প্রথম ইমাম হজরত আলী (আ.) বলেছেনঃ শাবান ও রমজান দুই মাসের রোজা রাখা হল আল্লাহর নিকট তওবা করা (ক্ষমা প্রার্থনা ও পুনরায় গুণাহে প্রত্যাবর্তন না করার শপথ করা ও মার্জনা চেয়ে নেওয়ার শামিল।

ষষ্ঠ ইমাম হজরত জাফর সাদিক (আ.) বলেছেনঃ যখন হজরত নবী করিম (স.) শাবান মাসের (হেলাল) চাঁদ দেখতেন এক ব্যক্তিকে আদেশ দিয়ে বলতেন যে মদীনা বাসিদের কানে এ আহ্বান পৌঁছে দাও যে, আমি আল্লাহর রসূল (স.)-এর তরফ থেকে এসেছি শাবান মাসের চাঁদ উদয়ের খবর তোমাদের নিকটে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং নবী (স.)ও বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছেনঃ জেনে রাখ! শাবান মাস আমার মাস, আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করুন যে এই মাসে আমাকে সাহায্য করবে অর্থাৎ রোজা রাখবে।

প্রথম ইমাম হজরত আলী (আ.) বলেছেনঃ যখন থেকে রসূল (স.)-এর আহ্বানকারীর এ আহ্বান শুনেছি যে; "শাবান মাস আমার মাস আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করুন যে এই মাসে আমাকে সাহায্য করবে অর্থাৎ রোজা রাখবে।" তখন থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত কোন দিন এই রোজাগুলি ত্যাগ করেনি।

ষষ্ঠ ইমাম হজরত জাফর সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি শাবান মাসের প্রথম দিনে রোজা রাখবে তার উপর জান্নাত ফরজ আর যে দুদিন রোজা রাখবে আল্লাহ তায়া'লা দিবারাত্রি তার প্রতি দৃষ্টি দান করেন আর এই দৃষ্টি জান্নাতে যাওয়া পর্যন্ত অব্যাহত রাখবেন; যে তিন দিন রোজা রাখবে আল্লাহ তাকে নিজের আরশের নিকট স্থান দেবেন ও জান্নাত প্রদান করবেন।"

২. ইস্তেগফার:

প্রতিদিন সত্তর বার এই দোওয়া পড়া:

"استغفرالله و اَسئله ُالتَّوبَةَ"

উচ্চারণ: "আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আস্ আলোহুত্তাওবাতা"

প্রতিদিন সত্তর বার এই দোওয়া পড়া:

اَستَغفِرُ اللهَ الّذِي لاَ اِلهَ اِلاَّ هُواَلرَّحمَنِ الرَّحِيمِ اَلحَيُّ القَيُّومُ وَ اَتوبُ اليهِ.

উচ্চারণঃ

"আস্তাগফিরুল্লাহাল লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়ার রহমানির রহীম আল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুমু ওয়া আতুবু ইলাইহি।"

রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছেঃ "যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই মাসে সত্তর বার ইস্তিগফার করবে অন্য মাসে সত্তর হাজার বার ইস্তিগফার করার সমতুল্য।"

তাওবা কি ভাবে করা উচিতঃ

রেওয়ায়েতে হজরত নবী করিম (স.) থেকে বর্ণিনা হয়েছে যে, হজরত রসূল (স.) একদা জ্বিলক্বাদা মাসের সোমবার নিজের গৃহ থেকে বের হয়ে বললেনঃ

হে জনগণ! তোমাদের মধ্যে কে তাওবা করতে চায়?

বর্ণনা কারী বলেনঃ আমরা সকলেই মিলে বল্লাম আমরা সকলে তাওবা করতে চাই। অতপর হজরত নবী করিম (স.) বললেনঃ গোসল (স্নান)

করবে, ওজু করবে, চার রাকআত (দুই দুই রাকআত করে) নামাজ পড়বে, প্রতি রাকআতে একবার সূরা আল-হাম্‌দ, তিনবার সূরা তৌহীদ (কুলহু আল্লাহু) এবং একবার একবার করে সূরা নাস (কূল আয়ূজোবি রব্বিন্নাস) ও সূরা ফালাক্ব (কুল আয়ূজোবি রব্বিল ফালাক্ব) পড়বে অতপর সত্তর বার ইস্তিগফার করবে এবং ইস্তিগফারের পর এই বাক্যকে মিলিয়ে পড়বে।

لاَ حَولاَ وَلاَ قُوَّةَ الاَّ بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ.

উচ্চরণঃ লা হাওলা ওয়ালা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়িল আজিম।

অতপর এই দোওয়া পড়বেঃ

يَاعَزِيزُ يَا غَفَّارُ اغفِر لِي ذُنُوبِي وَذُنُوبَ جَمِيعَ المُومِنِينَ وَالمُومِنَاتِ فَاِنَّهُ لاَ يَغفِرُالذُّنُوبَ اِلاَّ اَنتَ.

উচ্চারণঃ "ইয়া আজিজু ইয়া গাফ্‌ফারু ইগফিরলি যুনুবি ওয়া জুনুবা জা'মিয়ীল মো'মেনীন ওয়াল মো'মেনাতি ফাইন্নাহু লায়্যাগ ফেরুজ্জুনুবা ইল্লা আনতা।"

অতপর বললেনঃ আমার উম্মতের এমন কোন ব্যক্তি নেই যে এই আমল করবে কিন্তু তার জন্য আসমান থেকে ধ্বনি আসবে না যে, হে আমার বান্দা! তোমার নিজের আমল প্রথম থেকে আরাম্ভ কর তোমার তাওবা কবুল হয়ে গিয়েছে তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।

এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূলের নিকটে প্রশ্ন করেঃ যদি কেউ এই মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে (সময়ে) এই আমল করে তার জন্য কি কোন উপহার আছে?

তিনি (স.) উত্তরে বললেনঃ অবশ্যই আছে, যা কিছু বলেছি তাই তার জন্যও আছে।[২]

৩. শাবান মাসের মোনাযাতঃ

পবিত্র শাবান মাসে পড়ার জন্য শাবানের মোনাযাত বিশেষ ভাবে বর্ণনা হয়েছে এই মোনাযাতে আল্লাহ তায়ালার অতি মহত্বপূর্ণ গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। এই মাস ছাড়া অন্য সময় পড়া ও অতি গুরুত্বপূর্ণ।

---

[২]. আল-মোরাক্বেবাত/ ২য় খণ্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা।

আয়াতুল্লাহ খোমেনী (রহ.) বলেনঃ

আমরা গর্বিত এজন্য যে, জীবন দানকারী (প্রর্থনা) দোওয়া যাকে কুরআনে সাঈদ (قُرآن صَاعد) অর্থাৎঃ "উর্ধগামী কুরআন" বলা হয়েছে তা আমাদের পবিত্র ইমামদের নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের নিকটে ইমামদের মোনাযাতে শাবানিয়া, ইমাম হোসায়েন (আ.)-এর দোওয়া-এ-আরাফাত, জবুরে আলে মুহম্মদ (স.) সহিফায়ে সাজ্জাদীয়া ও সহিফায়ে মাতেমা (আ.) যে আল্লাহর তরফ হতে হজরত জাহ্‌রা (আ.)-এর নিকটে ইলহাম হয়ে ছিল আমাদের ইমামগণ (আ.)-এর নিকট হতে বর্ণনা হয়েছে।[৩]

মোনাযাতে শাবানীয়া এমন একটি মোনাযাত যদি তা নিয়ে কেউ চিন্তা করে, তাহলে সে এক উচ্চস্থানে পৌঁছাতে পারে।

যারা এই দোওয়া পড়তে চান মাফাতিহুল জিনানে শাবান মাসের যৌথ আমাল অধ্যায় দেখতে পারেন, দোওয়া এই বাক্যে আরম্ভ হয়ঃ

---

[৩] . অসিয়তনামা ইমাম খোমেনী (রহ.)

اللهمَّ صلِّ علي محمَّدٍ وَآل محمَّدٍ واسمع دعائي اِذا دعوتكَ...

উচ্চরণঃ "আল্লাহুম্মা সল্লেআলা মুহম্মাদীন ওয়ালে মুহম্মাদীন ওয়াস্‌মা' দোওয়ায়ী ইযা দাআওতোকা..."

অর্থাৎঃ "হে আল্লাহ! মুহম্মাদ ও তাঁর বংশধরের উপর দরুদ বর্ষণ করুন, যখন আমি দোওয়া করি আপনি আমার দোওয়া (প্রার্থনা)কে শোনেন।"

৪. হাজার বার জিকর করাঃ

এই মাসে এই জিকর এক হাজার বার পড়াঃ

لاَ اِلهَ الاَّاللهُ ولاَنَعبُدُ الاَّ اِيَّاهُ مُخلِصِين لهُ الدِّين وَلَو كَرِهَ المُشرِكُونَ.

উচ্চারণঃ "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু মুখলেসিনা লাহুদ্দীনা ওয়া লাও কারেহাল মুশরেকুনা"

এই জিকর পড়া অতি ছোয়াবের কাজ তার মধ্যে হাজার বৎসরের ইবাদাতের ছোয়াব তার আমল নামায় লেখা হবে।

৫ এই মাসে ব্যপক ভাবে মুহম্মদ (স.) ও তাঁর বংশধরের উপর দরুদ শরীফ পড়াঃ

اللهمَّ صلِّ علي محمَّدٍ وَآل محمَّد.

উচ্চরণঃ "আল্লাহুম্মা সল্লেআলা মুহম্মাদীন ওয়ালে মুহম্মাদ"

অর্থাৎঃ "হে আল্লাহ! মুহম্মাদ (স.) ও তাঁর বংশধরের উপর দরুদ বর্ষণ করুন।

৫. এই মাসের প্রতি বৃহস্পতিবার দুই রাকআত নামাজ পড়াঃ

নামাজ পড়ার নিয়মঃ প্রতি রকআতে আল-হামদোর পরে একশত বার কুলহু আল্লাহু আহাদ পড়তে হবে, নামাজের পর দরুদ পাঠ করতে হবে কেন না দোওয়া কবুল হওয়ার পক্ষে দরুদ শরীফ অতি ছোয়াবের কাজ।

উল্লেখ্য যে, এই মাসের প্রথম, তৃতীয় ও পনের তারিখের জন্য বিশেষ আমল বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে পনের তারিখের রাত্রে, এই রাত দ্বাদশ ইমাম হজরত মাহ্দী (আ.)-এর জন্মের রাত তাই খুবই কল্যাণকর ও মুবারক রাত।

পঞ্চম ইমাম হজরত মুহম্মদ বাকের ইবনে জয়নুল আবেদীন (আ.)-কে পনের শাবানের ফজিলত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে; তিনি (আ.) উত্তরে বলেনঃ এই রাত ক্বদরের রাতের পরে সর্বোত্তম রাত এই রাতে আল্লাহ্ তায়া'লা নিজের বান্দাদেরকে কল্যান দান করেন এবং নিজের অনুগ্রহে তাদের পাপ সমূহকে মার্জনা করেন।

৬. সাদকা দেওয়াঃ

এই মাসে সাদকা দেওয়া, যদিও তার পরিমান কম হোক না কেন, এতে জাহান্নামের আগুন তার থেকে দূরে সরে যায়।

ষষ্ঠ ইমাম হজরত জাফর সাদিক ইব্নে মুহাম্মদ বাকের (আ.) কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে এই মাসে সর্বোত্তম আমল কি?

-উত্তরে তিনি (আ.) বললেনঃ সাদকা দেওয়া ও ইস্তেগফার করা।

পবিত্র শাবান মাসের দোওয়া

আল্লাহুম্মা সল্লে আলা মুহম্মাদিন ওয়ালে মহম্মদিন শাজারাতিন নুবুওয়্যাতে ওয়া মওযেয়ীর

রেসালাতে ওয়া মুখতালাফিল মালায়েকাতে ওয়া মা'য়াদেনিল ইলমে ওয়া আহলে বায়তিল ওহীয়ে আল্লাহুম্মা সল্লে আলা মুহম্মদিন ওয়া আলে মুহম্মদিল ফুলকিল জারিয়াতে ফি লুজাজিল গামেরাতে ইয়ামানো মান রাকেবাহা ওয়া য়্যাগরাকো মান তারাকাহা, আল মুক্বাদ্দেমো লাহুম মারেকুন ওয়াল মুতায়াক্ষেরো আনহুম জাহেকুন ওয়াল্লাযেমো লাহুম লাহেকুন, আল্লাহুম্মা সল্লে আলা মুহম্মাদিন ওয়ালে মুহম্মদিল কাহফিল হাসিনে ওয়া গেয়াছিল মুজতাররিল মুস্তাকিনে ওয়া মালজাইল হারেবিনা ওয়া ইসমাতিল মো'তাসেমীনা।

আল্লাহুম্মা সল্লে আলা মুহম্মদিন ওয়ালে মুহম্মদিন সালাতান কাছিরাতান তাকুনু লাহুম রেজান ওয়ালে হক্কে মুহম্মদিন ওয়ালে মুহম্মদিন আদায়ান ওয়া ক্বযায়ান বেহাওলিন মিনকা ওয়াকুওয়্যাতিন ইয়ারব্বাল আ'লামীনা।

আল্লাহুম্মা সল্লে আলা মুহম্মদিন ওয়ালে মুহম্মদিন আত্তায়্যেবিনাল আবরারিল আখইয়ারিল্লাজিনা আওজাবতা হুকুক্বাহুম ওয়া ফারাজতা তায়াতাহুম ওয়া বিলায়াতাহুম। আল্লাহুম্মা সল্লে আলা মুহম্মদিন ওয়া আলে মুহম্মদিন ওয়া মুর

ক্বাল্বী বেতায়াতিকা ওয়ালা তুখজিনি বে মা'সিয়াতিকা ওয়ারযুকনি মুয়াসাতা মান ফাত্তারতা আলাইহে মিন রিজক্বেকা বিমা ওয়াস্‌সা'তা আলাইয়া মিন ফাজলেকা, ওয়া নাশারতা আলাইয়া মিন আদলেকা, ওয়া আহয়ায়তানি তাহতা জিল্লেকা ওয়া হাজা শাহরে নাবিয়্যেকা সাইয়্যেদে রোসোলেকা শা'বানুল লাজি হাফাফতাহু মিনকা বিররহমাতে ওয়ার রিজওয়ানিল্লাজি কানা রাসূলুল্লাহে (স.) য়্যাদআবো ফি সেয়ামেহি ওয়া ক্বেয়ামেহি ফিলায়ালেহি ওয়া আইয়ামেহি বুখুয়ান লাকা ফি ইকরামেহি ওয়া ইজামেহি ইলা মাহাল্লে হেমামেহি, আল্লাহুম্মা ফায়ায়িন্না আলাল ইসতেনানে বেসুন্নাতেহি ফিহে ওয়া নায়লিশ শাফায়াতে লাদায়হি।

আল্লাহুম্মা ওয়াজয়ালহু লি শাফিয়ান মোশাফ্বেফআন ওয়া তারিকান ইলাইকা মহিয়ান ওয়াজআলনি লাহু মুত্তাবেআন হাত্তা আলক্বকা য়্যাওমাল ক্বেয়ামাতে আ'ন্নি রাজিয়ান ওয়া আন জুনুবি গাজিয়ান ক্বাদ আওজাবতালি মিনকার রহমাতা ওয়ার রিজওয়ানা ওয়া আঞ্জালতানি দারাল ক্বারারে ওয়া মাহাল্লিল আখইয়ারে।

হে আল্লাহ! তুমি নিজের নবী ও তাঁর পবিত্র বংশধরের উপর অগণিত দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন

.....

এবং শেষ ইমাম হজরত মাহদী (আ.)-কে শীঘ্র আবির্ভাব করুন, আমাদের সকলকে তাঁর খাস সৈন্যদের মধ্যেঅন্তর

ভুক্ত করুন।

দোওয়া প্রার্থিঃ

"একবার সুরা ফাতেহা তিনবার কুলহু আল্লাহু আহাদ পড়ে সকল মুমিন ও মোমেনাতের রুহে বখ্‌শে দিন।"

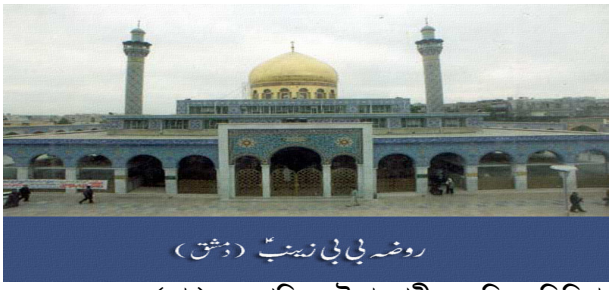

হজরত জয়নব (আ.)-এর পবিত্র রৌজা শরীফ, দমিস্ক, সিরিয়া

হাওজা ইলমীয়া, পবিত্র শিক্ষা নগরী কুম,
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান
মহর্রম ১৪৩০, মাঘঃ ১৪১৫, জানুয়ারীঃ ২০০৯

.....

নূরুল ইস্‌লাম একাডেমী ও মাজমা-এ-যাখায়ের-এ-ইস্‌লামী কর্তৃক যে সমস্ত পুস্তক প্রকাশ করছেঃ

১. খিলাফত বনাম ইমামত, লেখকঃ গবেষক মরহুম মুহম্মদ নূরুল ইস্‌লাম ইব্‌নে মুহম্মদ নজিবোল ইস্‌লাম খান (রহ.)

২. চৌদ্দ মাসুম (আলাইহিমুস্‌সালাম)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী (হজরত রসূল (স.) হতে হজরত মাহ্‌দী (আ.) পর্যন্ত, ১৪ টী পুস্তিকা)

৩. ওহি-গৃহে আক্রমণ

৪. সফলতার একটাই পথ

৫. দোওয়া-এ-তাওয়াস্‌সুল (সাথে উচ্চারণ ও অনুবাদ)

৬. পবিত্র রজব মাস মহান আলাহ্‌র মাস

৭. পবিত্র শাবান মাসের খোৎবার বঙ্গানুবাদ

৮. শিয়াদের প্রতি অশোভন অভিযোগ

৯. প্রবিত্র রমজান মাসের ফজিলত ও আমল

১০. পবিত্র শাবান মাসের ফজিলত ও আমল

প্রাপ্তিস্থানঃ

১. মাজমা-এ-যাখায়ের-এ-ইস্‌লামী, কুম,ইরান দুরাভাষঃ ০০৯৮- ২৫১- ৭৭১৩৭৪০ ফ্যাক্সঃ ০০৯১- ২৫১- ৭৭০১১১৯ Website:zakhair.net E_mail: info@Zakhair.net
২. মাদ্রাসা-এ-ইমাম খোমেনী, কুম, ইরান। সেলঃ +৯৮- ০৯১৯৩৫৪ ১২০৪ *Email: rizwan110in@yahoo.com*
৩. মাদ্রাসা-এ-আহলুল বায়েত (আঃ), হুগলী ইমাম বাড়া, মাওলানা হাবীবুলাহ খান সাহেব, সেলঃ ০৯৮৩৬৬৯৬০৯৬
৪. আল-মাহ্‌দী আহলুল বায়েত রিসার্চ সেন্টার, চন্ডীপুর ঢোলাহাট, দক্ষীণ ২৪পরগনা, সেলঃ ০৯৭৩৪ ৫১৪ ১০৩
৫. শহীদান-এ-কারবালা গণপাঠাগার, মাসিয়, ২৪ পরগনা (উঃ), মাওলানা হায়দার আলী সাহেব সেলঃ ০৯৭৩২৭১৬০৪৬
৬. আল-ক্বায়েম ইস্‌লামী রিসার্চ সেন্টার, কুমারপুর, পূর্ব মেদিনী পুর, মাহবুব আলম শাহ, সেলঃ ০৯৮৫১৪৭৩৬০৩
৭. মাদ্রাসা আলী ইবনে আবী তালিব (আঃ), মেটিয়াবুরুজ কোলকাতা ৭০০০২৪, ফোন নং ২৪৬৯ ৭৪০৭
৮. আলে ইয়াসীন (আঃ) গবেষণাগার, কোয়াবেড়িয়া, ইদ্রীস আলী খান (এম, এস, সি) সেলঃ ০৯৭৩৩৮৬০১৩২

.....

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

এক নজরে মাজমা-এ-যাখায়ের-এ- ইস্‌লামী(ইস্‌লামী সঞ্চয় সংস্থা)

ক)স্থাপিতঃ- ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দ ১৩৫৫ ফারসী সাল

খ)প্রতিষ্ঠাতাঃ- গবেষক আল্লামা সৈয়দ আহমদ হোসায়নী এশকাওয়ারী

গ)সভাপতিঃ- সৈয়দ সাদিক আসিফ ওরফে হোসায়নী এশকাওয়ারী

ঘ)কর্ম কাণ্ডসমূহ :-

১. ইসলামী ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে গবেষণা ও প্রচার।

২. হস্তলিখিত অনুলিপি সমূহের তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ (হস্ত লিখিত অনুলিপি সমূহের তালিকা প্রণয়নে বিগত দশকে ইরানে প্রথম স্থান অধিকারী।

৩. দলীল ও সন্‌দ সমূহের সঙ্কলন ও প্রকাশ (ধর্মীয়, রাজনৈতিক, শৈল্পিক, চিঠিপত্রাদি, ওয়াক্বফ্ নামা ইত্যাদি।)

৪. গবেষণা, সঙ্কলন, হস্তলিখিত ও প্রস্তর লিখিত পান্ডুলিপি সমূহের তালিকা প্রণয়ন, দলিল পুনর্লিখন ইত্যাদি কর্মের জন্য বিশেষ টিম গঠন।

৫. তথ্য সরবরাহের জন্য ওয়েব সাইট খোলা, (www.MZI.ir) এবং ইন্টারনেটে আন্তঃ যোগাযোগের বিশ্বব্যাপী আঞ্জুমান (সঙ্ঘ) স্থাপন (www.IsMajma.com) করা।

৬. জ্ঞান ভিত্তিক সফট্ ওয়ার তৈরী ও প্রকাশ এবং বিশেষ করে হস্তলিখিত অনুলিপি এবং প্রাচীন দুস্প্রাপ্য সমূহের পাঠাগার স্থাপন করা।

৭. বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে সেমিনারের আয়োজন, বিভিন্ন বিশ্ব বিদ্যালয়, সাংস্কৃতিক ও গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ কর্মকাণ্ড পরিচালনা।

৮. ক্যালিওগ্রাফি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, তালিকা ও গ্রন্থসূচী প্রস্তুতের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, তথ্যসূত্র অনুসন্ধান পদ্ধতি প্রশিক্ষণ এবং প্রাচীন গ্রন্থ সমূহের উপর গবেষণাকৌশল শিক্ষা দান।

৯. ইরান, ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে অবস্থিত বিভিন্ন মাজারের উপরের প্রস্তর লিখন (খোদাইকৃত লেখা) এবং ইস্‌লামী ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ভবন সমূহের প্রত্ন তাত্ত্বিক নিদর্শণ সমূহের উপর খোদিত লেখা সমূহের উপর গবেষণা ও তা সংগ্রহ করা।

১০. প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের জন্য বৃহত সংগ্রহশালা (ডিজিটাল গ্রন্থাগার) স্থাপন, যাতে হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি লিথোগ্রাফিক ছাপা (প্রস্তর লিখিত প্লেট থেকে মুদ্রিত), পুরানো ও বিরল পুস্তক , পুরানো সংবাদপত্র ও গেজেট (সাময়িকী ও ম্যাগাজিন), শিল্পকার্য্য, ঐতিহাসিক সনদ ও দলিল সমূহ সংগৃহীত থাকবে।

১১. প্রাচীন (হস্তলিখিত, প্রস্তর লিখিত ও দুস্প্রাপ্য) দলিল ও পাণ্ডুলিপি সমূহের ভূগলিক সীমার উর্দ্ধে আর্ন্তজাতিক পর্যায় ডিজিটাল আলোকচিত্র গ্রহণ করা।

১২. ইস্‌লামের মূল পাঠের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা।

সদর দফতরঃ ইরান, কুম, আযার সরণী, গলি নংঃ- ২৩, বাড়ি নংঃ– ১, দুরাভাষঃ-+৯৮- ২৫১-৭৭১৩ ৭৪০, ফ্যাক্স নংঃ- ৭৭০১১১৯, পোষ্ট বক্স নংঃ-৩৭১/৮৫/১৫৯, E mail:- info.Zakhair.net.
www.Zakhair.net. www.Ismajma.com

قال مولانا الامام الصادق عليه السلام:
إن لله حَرَماً وَ هُوَ مَكَّةُ وَلرَسُوله حَرَماً وَهُوَالَمدينَةُ وَلأميرِالُمومَنِينَ حَرَماً وَ هُوَ الكُوفَةُ وَلناَ حَرَماً وَهوَقُم وَستُد فِنُ فِيهِ إمراَةٌ مِن وُلدِي تسمّي فَاطمةُ مَن زَارَهاَ وَجَبَت لَهُ الجَنّةُ.

হজরত ইমাম **জাফর সাদিক** আ.) এরশাদ করেছেন:
অবশ্যই আল্লাহর একটি হরম রয়েছে, আর সে হল মক্কা এবং তাঁর রসূলের একটি হরম রয়েছে , আর সে হল মদীনা, আর মোমিনদের আমিরের (শেরে খোদা হজরত আলীর) একটি হরম রয়েছে আর সে হল কুফা এবং আমাদের (আহলেবাতের) একটি হরম আছে আর সে হল কুম (শহর) এবং অতি সত্তর আমার বংশের এক পবিত্রা মহিলা যাঁর নাম ফাতেমা হবে সেখানে দাফন হবেন যে তার জিয়ারত করবে তার উপর জান্নাত ফরজ হবে।

নূরুল ইসলাম একাডেমী ও মাজমা-এ-মাযাহেব-এ-ইসলামী
কর্তৃক যে সমস্ত পুস্তক প্রকাশ করছে:

১. খিলাফত বনাম ইমামত, লেখক: গবেষক মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম ইবনে মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম খান (রহ)

২. চৌদ্দ মাসুম (আলাইহিমুস্সালাম)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী (হজরত রসূল (স.) হতে হজরত মাহ্দী (আ.) পর্যন্ত, ১৪ টি পুস্তিকা)

৩. [illegible] আক্রমণ

৪. সফলতার একটিই পথ

৫. দোওয়া-এ-তাওয়াস্সুল (সহজ উচ্চারণ ও অনুবাদ)

৬. পবিত্র রজব মাস মহান আল্লাহর মাস

৭. পবিত্র শাবান মাসের রোযার [illegible]

৮. শিয়াদের প্রতি অপবাদ অভিযোগ

৯. পবিত্র রমজান মাসের ফজিলত ও আমল

১০. পবিত্র শাবান মাসের ফজিলত ও আমল

NOORUL ISLAM ACADEMY
Noor-Academy.com

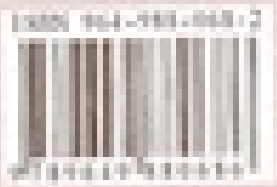

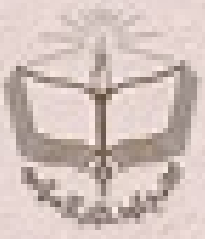

ISBN 984-988-068-2

www.lamajma.com